

তফসিল

প্রথম তফসিল

[ধারা ২(১), (৬৭) এবং ধারা ১৫১ দ্রষ্টব্য]

স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা সৃষ্টিকারী বলিয়া গণ্য জখমের তালিকা

ক্রমিক নং	জখমের বর্ণনা	উপার্জন ক্ষমতা হানির শতাংশ
১	২	৩
১।	উভয় হাত হারানো বা উপরের অংশ হইতে কাটিয়া ফেলা-	১০০
২।	এক হাত বা এক পা হারানো-	১০০
৩।	উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি এমন পরিমাণে হারানো যাহা দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন হয় এরূপ কোন কাজ করিতে দাবীদারকে অক্ষম করিয়া ফেলে-	১০০
৪।	উভয় পা বা উরু কাটিয়া ফেলা অথবা এক পাশের পা বা উরু কাটিয়া ফেলা এবং যে কোন পা হারানো-	১০০
৫।	মুখাবয়বের মারাত্মক বিকৃতি-	১০০
৬।	সম্পূর্ণ বধিরতা-	১০০
	কাটিয়া ফেলার ঘটনা-উপরের অংশ (যে কোন বাহ)	
৭।	কাঁধের জোড়া পর্যন্ত কাটিয়া ফেলা-	৮০
৮।	কাঁধের নীচে এমনভাবে কাটিয়া ফেলা যেখানে কাটার পর অবশিষ্ট অংশ এ্যাক্রোমিয়নের অগ্রভাগ হইতে ২০ সেন্টিমিটারের কম থাকে-	৭০
৯।	এ্যাক্রোমিয়নের অগ্রভাগের ২০ সেন্টিমিটার হইতে অলিফ্রেননের অগ্রভাগের ১১ সেন্টিমিটারের কম পর্যন্ত কাটিয়া ফেলা-	৬০
১০।	এক হাত অথবা বৃদ্ধাংগুলি এবং এক হাতের চারটি আংগুল হারানো অথবা অলিফ্রেননের অগ্রভাগের ১১ সেন্টিমিটার নীচ হইতে কাটিয়া ফেলা-	৬০
১১।	বৃদ্ধাংগুলি হারানো-	৩০
১২।	বৃদ্ধাংগুলি এবং ইহার হাড় হারানো-	৩০
১৩।	এক হাতের চারটি আংগুল হারানো-	৫০
১৪।	এক হাতের তিনটি আংগুল হারানো-	৩০

১৫।	এক হাতের দুইটি আংগুল হারানো-	২০
১৬।	বৃদ্ধাংগুলির হাড়ের শেষ অংশ হারানো- কাটিয়া ফেলার ঘটনা-নীচের অংশ	১০
১৭।	উভয় পায়ের পাতা কাটিয়া ফেলা-	৯০
১৮।	উভয় পায়ের পাতা প্রক্সিম্যাল হইতে পায়ের গোড়ালি এবং আংগুলির ক্ষুদ্র হাড়ের গ্রন্থি পর্যন্ত কাটিয়া ফেলা-	৮০
১৯।	উভয় পায়ের সকল আংগুল পায়ের গোড়ালি হাড়ের সহিত আংগুলের ক্ষুদ্র হাড়ের গ্রন্থি সংযোগ পর্যন্ত হারানো-	৪০
২০।	প্রক্সিম্যাল হইতে প্রক্সিম্যাল ইন্টারফেলানজিয়েল গ্রন্থি পর্যন্ত উভয় পায়ের সকল আংগুল হারানো-	৩০
২১।	ডিসটাল হইতে প্রক্সিম্যাল ইন্টারফেলানজিয়েল গ্রন্থি পর্যন্ত উভয় পায়ের সকল আংগুল হারানো-	২০
২২।	কোমরের নিম্নভাগ হইতে কাটিয়া ফেলা-	৯০
২৩।	কোমরের নিম্নভাগ হইতে এমনভাবে কাটিয়া ফেলা যাহাতে কাটিয়া ফেলার পর অবশিষ্ট অংশ যেন লম্বায় গ্রেট ট্রোচান্টারের অগ্রভাগ হইতে ১২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক, কিন্তু মধ্য উরুর বাহিরে না হয়-	৮০
২৪।	কোমরের নিম্নভাগ হইতে এমনভাবে কাটিয়া ফেলা যাহাতে কাটিয়া ফেলার পর অবশিষ্ট অংশ যেন লম্বায় গ্রেট ট্রোচান্টারের অগ্রভাগ হইতে ১২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক না হয়-	৭০
২৫।	মধ্য উরু হইতে হাটুর নীচে ৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কাটিয়া ফেলা-	৬০
২৬।	হাটুর নীচে এমনভাবে কাটিয়া ফেলা যাহাতে অবশিষ্টাংশ ৯ সেন্টিমিটারের বেশী কিন্তু ১২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক না হয়-	৫০
২৭।	হাটুর নীচে এমনভাবে কাটিয়া ফেলা যাহাতে অবশিষ্টাংশ ১২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক হয়-	৪০
২৮।	এক পায়ের পাতা কাটিয়া ফেলা যাহাতে উহা দ্বারা দাঁড়ানো সম্ভব না হয়-	৩০
২৯।	প্রক্সিম্যাল হইতে পায়ের গোড়ালির হাড়ের সহিত আংগুলের ক্ষুদ্র হাড়ের গ্রন্থি পর্যন্ত এক পায়ের পাতা	৩০

	কাটিয়া ফেলা-	
৩০।	পায়ের গোড়ালির হাড়ের সহিত আংগুলের ক্ষুদ্র হাড়ের গ্রন্থি পর্যন্ত এক পায়ের সকল আংগুল হারানো-	২০
	অন্যান্য জখম	
৩১।	কোন জটিলতা ছাড়া এক চোখ হারানো, অন্য চোখ স্বাভাবিক-	৪০
৩২।	কোন জটিলতা বা চোখের মনির বিকৃতি ছাড়াই এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো, অন্য চোখ স্বাভাবিক-	৩০
	ডান বা বাম হাতের আংগুল (তর্জনী আংগুল)	
৩৩।	সম্পূর্ণ-	১৪
৩৪।	দুইটি ক্ষুদ্র অস্থি-	১১
৩৫।	আংগুলের একটি হাড়-	৯
৩৬।	হাড় না হারাইয়া আংগুলের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলা-	৫
	(মধ্যম আংগুল)	
৩৭।	সম্পূর্ণ-	১২
৩৮।	দুইটি ক্ষুদ্র অস্থি-	৯
৩৯।	একটি হাড়-	৭
৪০।	হাড় না হারাইয়া আংগুলের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলা-	৫
	(অনামিকা অথবা কনিষ্ঠ আংগুল)	
৪১।	সম্পূর্ণ-	৭
৪২।	দুইটি ক্ষুদ্র অস্থি-	৬
৪৩।	একটি হাড়-	৫
৪৪।	হাড় না হারাইয়া আংগুলের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলা-	৫
	ডান বা বাম পায়ের আংগুল-(বৃদ্ধাংগুল)	
৪৫।	পায়ের পাতার অস্থির সংগে আঙ্গুলের ছোট অস্থির গ্রন্থি পর্যন্ত-	১০
৪৬।	ক্ষুদ্র অস্থির কিছু অংশ হারানোসহ, আংশিক-	৩
	(অন্য আংগুল)	
৪৭।	পায়ের পাতার অস্থির সংগে আঙ্গুলের ছোট অস্থির গ্রন্থি পর্যন্ত-	৩
৪৮।	ক্ষুদ্র অস্থির কিছু অংশ হারানোসহ, আংশিক-	২
	(বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া এক পায়ের দুইটি আংগুল)	
৪৯।	পায়ের পাতার অস্থির সংগে আঙ্গুলের ছোট অস্থির গ্রন্থি	৫

	পর্যন্ত-	
৫০।	ক্ষুদ্র অস্থির কিছু অংশ হারানোসহ, আংশিক- (বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া এক পায়ের তিনটি আংগুল)	২
৫১।	পায়ের পাতার অস্থির সংগে আঙ্গুলের ছোট অস্থির গ্রন্থি পর্যন্ত-	৬
৫২।	ক্ষুদ্র অস্থির কিছু অংশ হারানোসহ, আংশিক- (বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া এক পায়ের চারটি আংগুল)	৩
৫৩।	পায়ের পাতার অস্থির সংগে আঙ্গুলের ছোট অস্থির গ্রন্থি পর্যন্ত-	৯
৫৪।	ক্ষুদ্র অস্থির কিছু অংশ হারানোসহ, আংশিক-	৫

দ্বিতীয় তফসিল
[ধারা ৮২ ও ৮৩ দ্রষ্টব্য]
নোটিশ দানযোগ্য ব্যাধির তালিকা

- ১। সীসা জাত বিষক্রিয়া;
- ২। সীসা টেরাক থাইলজাত বিষক্রিয়া;
- ৩। ফসফরাসজাত বিষক্রিয়া;
- ৪। পারদজাত বিষক্রিয়া;
- ৫। অভ্রজাত বিষক্রিয়া;
- ৬। আর্সেনিকজাত বিষক্রিয়া;
- ৭। সুরা ঘটত ধৌয়ার বিষক্রিয়া;
- ৮। কার্বন-বাইসালফাইড জাত বিষক্রিয়া;
- ৯। বেঞ্জিন বা উহার সদৃশ্য কোন বস্তুজাত বিষক্রিয়া;
- ১০। ক্রোম জাত ক্ষত;
- ১১। অ্যানথ্রাক্স;
- ১২। সিলিকোসিস;
- ১৩। হেলোজেনস্-জাত বিষক্রিয়া;
- ১৪। এক্স-রে অথবা রেডিয়াম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত কারণে দৈহিক বিকার;
- ১৫। চামড়ায় প্রাথমিক এপিথিলমেটাস ক্যান্সার;
- ১৬। বিষক্রিয়া জনিত রক্তহীনতা;
- ১৭। বিষাক্ত বস্তু হইতে উদ্ভূত বিষক্রিয়া জনিত জন্ডিস;
- ১৮। খনিজ তেল এবং খনিজ তেল মিশ্রিত কোন যৌগিক পদার্থের কারণে উদ্ভূত তৈলাক্ত ব্রণ অথবা চর্ম প্রদাহ;
- ১৯। বাইস্‌সাইওনসিস;
- ২০। এ্যাসবেসটসিস;
- ২১। রাসায়নিক পদার্থ এবং রংয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার কারণে উদ্ভূত পেশাগত বা স্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ;
- ২২। উচ্চ শব্দ জনিত বধিরতা;
- ২৩। ব্যারিল্লিয়ামজাত বিষক্রিয়া;
- ২৪। কার্বন-মনোক্সাইড;
- ২৫। কয়লা খনি শ্রমিকগণের ফিউমো কনিওসিস;
- ২৬। ফসফেনজাত বিষক্রিয়া;
- ২৭। পেশাগত ক্যান্সার;

- ২৮। আইসোসিয়েনাটস জাত বিষ্ক্রিয়া;
২৯। বিষ্ক্রিয়াজাত বৃক্ষ প্রদাহ;
৩০। কম্পন জনিত পেশাগত ব্যাধি।

তৃতীয় তফসিল
[খারা ১৫০ দ্রষ্টব্য]
পেশাগত ব্যাধির তালিকা

ক্রমিক নং	পেশাগত ব্যাধি	চাকুরী
ক-অংশ		
১।	এ্যানথ্রাক্স।	যে কোন চাকুরী যাহা- (ক) উল, চুল, শক্ত ক্ষুদ্র লোম, জন্মুর মৃতদেহ অথবা পরিত্যক্ত অংশ নিয়া কাজ করিতে হয়; (খ) এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত কোন জন্তু সংক্রান্ত কাজ করিতে হয়; অথবা (গ) কোন পণ্য দ্রব্য উঠানো-নামানো অথবা পরিবহনের সংগে সংশ্লিষ্ট কাজ করিতে হয়।
২।	সংকুচিত বায়ুজনিত অসুস্থতা এবং ইহার পরিণাম।	সংকুচিত বায়ুতে কোন প্রক্রিয়া চালানোর কাজ।
৩।	সীসা ট্রেট্রাএথিলজাত বিষক্রিয়া।	সীসা ট্রেট্রাএথিল ব্যবহার করা হয় এমন কোন প্রক্রিয়ার কোন কাজ।
৪।	নাইট্রাস ধৌয়াজাত বিষক্রিয়া।	নাইট্রাস ধৌয়ার সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
৫।	ম্যাংগানিজ জাত বিষক্রিয়া।	ম্যাংগানিজ অথবা ম্যাংগানিজ মিশ্রিত কোন বস্তু অথবা ম্যাংগানিজ আছে এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা, নাড়া-চাড়া করা, অথবা উহা হইতে উথিত ধৌয়া, ধূলা বা বাষ্পের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে হয় এমন কোন কাজ করা।
৬।	কার্বন-বাইসালফাইড জাত বিষক্রিয়া।	কার্বন-বাই সালফাইড, অথবা কার্বন-বাই সালফাইড মিশ্রিত কোন বস্তু অথবা কার্বন-বাইসালফাইড আছে এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা, অথবা নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইতে উথিত ধৌয়া বা বাষ্পের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে হয় এমন কোন কাজ করা।
৭।	ট্রেট্রাফ্লোরিথিনজাত বিষক্রিয়া।	ট্রেট্রাফ্লোরিথিন আছে এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা বা নাড়া-নাড়া করা, অথবা উহা আছে এরূপ কোন বাষ্প বা ধৌয়ার সম্মুখীন হইতে হয় এমন কোন কাজ করা।
৮।	কীটনাশকজাত বিষক্রিয়া।	কীটনাশক ঔষধ ছড়ানোর কোন কাজ।

ক্রমিক নং	পেশাগত ব্যাধি	চাকুরী
খ-অংশ		
৯।	লেপটোসপিরা ইকটেরো হিমো রেজিকাজাত সংক্রমণ।	ইঁদুর অধ্যুষিত স্থানে কাজ করা।
১০।	ডিনিট্রোফেনল বা হোমেলগজাত বিষক্রিয়া।	ডিনিট্রোফেনল বা উহার সদৃশ কোন বস্তু ব্যবহার বা নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইতে উত্থিত ধোঁয়া বা বাষ্পের সম্মুখীন হইতে হয় এরূপ কোন কাজ করা।
১১।	ট্রাইক্রিসিল ফসফেটজাত বিষক্রিয়া।	ট্রাইক্রিসিল ফসফেট আছে এমন কোন বস্তু ব্যবহার বা নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইতে উত্থিত ধোঁয়া বা বাষ্পের সম্মুখীন হইতে হয় এরূপ কোন কাজ করা।
১২।	ক্রোমজাত ক্ষত বা ইহার পরিণাম।	ক্রোমজাত এসিড, ক্রোমেট অথবা এমোনিয়ামের বাইক্রোমেট, পটাশিয়াম, সোডিয়াম অথবা দস্তা অথবা এসব বস্তু দ্বারা তৈরী বস্তু বা মিশ্রণ ব্যবহার করা বা নাড়া-চাড়া করার কাজ।
১৩।	গলিত কাঁচ বা গলিত বা উত্তপ্ত ধাতু হইতে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা বা চোখ ঝলসানো আলোক হইতে সংক্রমণ।	গলিত কাঁচ বা গলিত বা উত্তপ্ত ধাতু হইতে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা বা চোখ ঝলসানো আলোর সম্মুখে ঘন ঘন বা দীর্ঘক্ষণ থাকিতে হয় এমন কোন কাজ।
১৪।	বেরিল্লিয়ামজাত বিষক্রিয়া।	বেরিল্লিয়াম অথবা বেরিল্লিয়াম মিশ্রিত কোন বস্তু অথবা বেরিল্লিয়াম আছে এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা, নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইতে উত্থিত ধোঁয়া, ধূলা বা বাষ্পের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে হয়, এমন কোন কাজ করা।
১৫।	নাকের ঝিল্লির শ্লেষ্মায় কারসিনোমা বা বাতাসের সঙ্গে সাইনাস অথবা ব্রাংকাস বা ফুসফুসের প্রাথমিক কারসিনোমো।	এমন কোন কারখানায় কাজ যেখানে গ্যাস সংযুক্ত নিকেলের সংমিশ্রণ বিগলন করিয়া নিকেল প্রস্তুত করা হয় এবং উক্তরূপ প্রক্রিয়া বা তৎসংক্রান্ত অন্য কোন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোন ভবনে কাজ করার প্রয়োজন হয়।
১৬।	মূত্র থলির পেপিলোমা।	(ক) এমন কোন ভবনে কাজ যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত জিনিষ প্রস্তুত হয়, যথাঃ- (১) আলফা-রেপথাইলামাইন, বেটান্যাপথাইলামাইন, অথবা বেনজিডাইন, অথবা ইহাদের কোন লবণ;

ক্রমিক নং	পেশাগত ব্যাধি	চাকুরী
		(২) অরামাইন অথবা মেজেনটা; (খ) প্যারা (ক)(১) এ উল্লিখিত কোন বস্তু ব্যবহার বা নাড়া-চাড়া করার কাজ, অথবা উক্তরূপ কোন জিনিষ ব্যবহৃত হয় অথবা বাহির হয় এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
১৭।	সীসাজাত বিষক্রিয়া অথবা ইহার পরিণাম (সীসা-ট্রেট্রাএথিল জাত বিষক্রিয়া ব্যতীত)।	সীসা-ট্রেট্রাএথিল ব্যতীত, সীসা বা ইহার দ্বারা উৎপাদিত বা সংমিশ্রিত কোন জিনিষের ব্যবহার হয় এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
১৮।	ফসফরাস জাত বিষক্রিয়া অথবা ইহার পরিণাম।	ফসফরাস বা ইহার দ্বারা উৎপাদিত বা সংমিশ্রিত কোন জিনিষের ব্যবহার হয় এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
১৯।	পারদ জাত বিষক্রিয়া বা ইহার পরিণাম।	পারদ বা ইহার দ্বারা উৎপাদিত বা সংমিশ্রিত কোন জিনিষের ব্যবহার হয় এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
২০।	বেনজিন এবং ইহার সদৃশ পদার্থজাত বিষক্রিয়া অথবা ইহার পরিণাম।	বেনজিন অথবা ইহার সদৃশ কোন বস্তু নাড়া-চাড়া, এবং বেনজিন অথবা ইহার সদৃশ বস্তু প্রস্তুত হয় বা ব্যবহার হয় এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
২১।	আর্সেনিকজাত বিষক্রিয়া বা ইহার পরিণাম।	আর্সেনিক বা ইহার সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয়, ছাড়া হয় অথবা ব্যবহার হয়-এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
২২।	এক্স-রে, রেডিয়াম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত কারণে দৈহিক বিকার।	এক্স-রে, অথবা রেডিয়াম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে হয়, এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
২৩।	চামড়ায় প্রাথমিক এপিথিলমেটাস ক্যান্সার।	আলকাতরা, পিচ, বিটুমিন, খনিজতৈল, প্যারাফিন অথবা ইহাদের কোন সংমিশ্রণ, বা উৎপন্ন দ্রব্য অথবা ইহাদের কোন বর্জ্য দ্রব্যের ব্যবহার ও নাড়া-চাড়া করিতে হয়-এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।
২৪।	সিলিকসিস্।	সিলিকা সংমিশ্রিত আছে এরূপ কোন ধূলা-বালিতে শ্বাস নেওয়ার সম্মুখীন হইতে হয়-এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় কাজ।

ক্রমিক নং	পেশাগত ব্যাধি	চাকুরী
২৫।	কয়লা খনির শ্রমিকগণের নিউমিকোনায়সিস্।	কয়লা খনির যে কোন কাজ।
২৬।	এ্যাসবেসটোসিস্।	ফাইবার সিমেন্ট উপাদান অথবা এসবেসটস মিল বোর্ড উৎপাদনের কাজে নিযুক্তি, অথবা এ্যাসবেসটস আছে এরূপ আকরিকের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্তি।
২৭।	ব্যাগসোসিস্।	ব্যাগাসী মিল বোর্ড অথবা ব্যাগাসি হইতে অন্য কোন জিনিষ প্রস্তুত করিবার কাজ।
২৮।	বাইসিনোসিস্।	কাঁচা তুলা হইতে সুতা তৈরী হয় এরূপ কোন কারখানার তুলা-ঘর, ব্লোইং-রুম অথবা কার্ডিং রুমে কোন কাজ।
২৯।	লেখকের পেশি সংকোচন।	দীর্ঘকালব্যাপী হাতে লিখার কোন কাজ।
৩০।	পাকানোওয়ালার পেশি সংকোচন।	তুলা বা উলের সুতা পাকানোর কোন কাজ।
৩১।	খনিতে কর্মরত শ্রমিকগণের	স্বল্প আলোকিত খনিতে কাজ।
নিষ্ठाগমাস		
৩২।	চর্ম প্রদাহ	(১) জৈব বা অজৈব রাসায়নিক ব্যবহার অথবা নাড়া- চাড়া করা হয় এমন কাজ। (২) হাত দ্বারা বস্তু নাড়া-চাড়া করিতে হয়-এমন কোন কাজ।
৩৩।	ফুসফুসের ফাইব্রোসিস্	পাট ও তুলার আঁশ ব্যবহার হয়-এরূপ প্রক্রিয়ায় কোন কাজ।

চতুর্থ তফসিল

[ধারা ১৫০ (৮) দ্রষ্টব্য]

ধারা ১৫০ (৮) এর বিধান সাপেক্ষে শ্রমিকের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা।

কোন ব্যক্তি যিনি-

(১) রেলওয়েতে অথবা কোন কেরানী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কোন লিফ্ট, অথবা বাষ্পীয় শক্তি অথবা যান্ত্রিক শক্তি অথবা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত কোন গাড়ী চালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২) এমন কোন বাড়ী-ঘর বা আঞ্জিনায় নিযুক্ত আছেন যেখানে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা উহার আনুষংগিক উৎপাদিত জিনিষ সংক্রান্ত কোন কাজে নিয়োজিত আছেন, এবং যাহাতে বাষ্পীয়, পানীয় বা অন্য কোন যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হয়, কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না-এরূপ কোন স্থানে বা কক্ষে কেবলমাত্র কেরানী হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(৩) অন্যান্য পাঁচ জন ব্যক্তি¹[নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে] নিযুক্ত আছেন-এরূপ কোন বাড়ী-ঘর বা আঞ্জিনায় ব্যবহার, বহন অথবা বিক্রির জন্য কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাংশ প্রস্তুতকরণ, পরিবর্তন করণ, মেরামতকরণ, অলংকরণ, সম্পূর্ণকরণ, অথবা অন্য কোনভাবে ইহাকে ব্যবহার উপযোগীকরণের কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৪) অন্যান্য দশ জন ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এরূপ কোন বাড়ী-ঘর বা আঞ্জিনায় কোন বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন বা নাড়াচাড়ার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৫) কোন খনিতে কেরানীগীরির কাজ ব্যতীত, খনি সংক্রান্ত যে কোন কাজে অথবা উত্তোলিত খনিজ পদার্থ সংক্রান্ত কোন কাজে অথবা ভূগর্ভস্থ কোন কাজে নিয়োজিত আছেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যে এমন কোন খননকে খনি বলিয়া গণ্য করা হইবে না যাহাতে পূর্ববর্তী বারো মাসে কোন দিন পঞ্চাশ জনের অধিক ব্যক্তি কর্মরত ছিলেন না, অথবা কোন বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয় নাই এবং যাহার গভীরতা ছয় মিটারের অধিক নহে;

¹ 'নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে' শব্দগুলি 'ব্যক্তি' শব্দটির পর বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৮ ধারাবলে সংযোজিত।

(৬) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাষ্পীয়, অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত, কোন জাহাজ বা নৌযানে বা উহা দ্বারা টানিয়া নেওয়া হয় এরূপ কোন জাহাজ বা নৌযান মাস্টার, নাবিক বা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত আছেন;

(৭) কোন জাহাজের মাস্টার বা নাবিক ব্যতীত, জাহাজে মালামাল বোঝাই, খালাস, জ্বালানী বোঝাই, নির্মাণ, মেরামত, ভাংগিয়া ফেলা, পরিষ্কার অথবা রং দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আছেন; অথবা বন্দর আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন কোন বন্দরের সীমানার মধ্যে জাহাজে মালামাল বোঝাই বা খালাস করার জন্য ব্যবহৃত পরিবহন পরিচালনা কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৮) চট্টগ্রাম অথবা মংলা বন্দরে যান্ত্রিক শক্তিদ্বারা চালিত গাড়ীতে মাল উঠানো-নামানোর কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৯) নিম্নলিখিত ধরনের নির্মাণ, মেরামত অথবা ভাংগিয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন, যথাঃ-

- (ক) কোন ভবন বা কাঠামো,
- (খ) নীচ হইতে উপর পর্যন্ত ৬ মিটার বা ততোধিক উচ্চতা সম্পন্ন কোন বাঁধ,
- (গ) কোন সড়ক, সেতু বা সুড়ংগ, অথবা
- (ঘ) কোন হয়ার্ক, জেটি, সমুদ্র প্রাচীর অথবা কোন মুরিংসহ অন্য কোন নৌ-কাজ অথবা জাহাজ;

(১০) কোন টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন বা খুঁটি অথবা ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন বা ক্যাবল বা উহার জন্য খুঁটি স্থাপন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা নামাইয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১১) কেরাগী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কোন রজ্জুপথ, ক্যানেল পাইপ লাইন অথবা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, বা ক্রিয়াকর্মে বা মেরামত অথবা ভাংগিয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১২) দমকল বাহিনীর কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৩) রেলওয়ের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরাসরি বা কোন উপ-ষ্ঠিকাদারের মাধ্যমে, রেলওয়েতে নিয়োজিত আছেন;

(১৪) রেলওয়ে মেইল সার্ভিসে কোন পরিদর্শক, মেইল গার্ড, সর্টার বা ভ্যান পিয়ন হিসাবে নিযুক্ত আছেন, অথবা ডাক ও তার বিভাগে সাধারণতঃ

বাহিরে কাজ করিতে হয়, এরূপ কোন পেশায় নিয়োজিত আছেন;

(১৫) ডাক, তার বা টেলিফোন বিভাগে বাহিরের কাজে ট্রেজারীর কেরানী হিসাবে নিয়োজিত আছেন;

(১৬) কেরানী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৭) বিক্ষোরণ সংক্রান্ত কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৮) পঁচিশ জনের অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন অথবা বিক্ষোরক ব্যবহৃত হয় অথবা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত যাহার গভীরতা ৬ মিটারের বেশী এরূপ কোন নির্মাণ বা খনন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৯) দশ জনের অতিরিক্ত লোক বহন ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ফেরী বোট চালনার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২০) কেরানী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কফি, রাবার বা চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত এবং অন্যান্য পঁচিশ ব্যক্তি কর্মরত, এরূপ কোন বাগানে নিয়োজিত আছেন;

(২১) কেরানী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, বিদ্যুৎ উৎপাদন, উহার সরবরাহ বা হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা গ্যাস উৎপাদন বা সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২২) বাতিঘর আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোন বাতিঘরের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৩) জনসমক্ষে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ বা উহার প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৪) হাতী বা অন্য বন্য জন্তুকে প্রশিক্ষণদানের কাজে বা উহার পালন বা কোন ক্রিয়া-কর্মে নিয়োজিত আছেন;

(২৫) তালগাছ হইতে রস সংগ্রহ করা, গাছ কাটা বা উহা খন্ড খন্ড করা বা আভ্যন্তরীণ জলপথে উহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া অথবা দাবানল নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাপনের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৬) হাতী বা অন্যান্য বন্য জন্তু ধরা বা শিকারের জন্য কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৭) ড্রাইভার হিসাবে নিয়োজিত আছেন;

(২৮) পণ্য গুদামজাত করা হয় এবং অন্যান্য দশ ব্যক্তি নিযুক্তি আছেন এরূপ কোন গুদাম ঘর বা অন্য কোন জায়গায় বা উহার সীমানায় অথবা অন্যান্য একশত ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এরূপ কোন বাজার বা উহার সীমানায় পণ্য নাড়া-চাড়া বা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৯) রেডিয়াম বা এক্স-রে যন্ত্রপাতি চালনা বা নাড়া-চাড়া করিতে হয় অথবা তেজস্ক্রীয় উপাদানের সংস্পর্শে আসিতে হয় এরূপ কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৩০) কোন সড়ক পরিবহন সার্ভিসে ড্রাইভার, ক্লীনার, কন্ডাক্টর এবং চেকার হিসাবে নিয়োজিত আছেন; অথবা

(৩১) পাহারা টহলদারীর কাজে নিয়োজিত আছেন।

পঞ্চম তফসিল

[ধারা ১৫১ দ্রষ্টব্য]

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

জখম প্রাপ্ত শ্রমিকের মাসিক মজুরীস্বর	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ		অস্থায়ী অক্ষমতার কারণে মাসিক অর্থ হিসাবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।
	মৃত্যুজনিত কারণে	স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারণে	
১	২	৩	৪

শ্রমিকের মাসিক মূল মজুরী যাহাই হউক না কেন

টঃ

²[২,০০,০০০]

টঃ

³[২,৫০,০০০]

অক্ষমতার মেয়াদকালের জন্য, অথবা এক বৎসর পর্যন্ত, যাহা কম হইবে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ প্রথম দুই মাসের জন্য সম্পূর্ণ মাসিক মজুরী, পরবর্তী দুই মাসের জন্য মাসিক মজুরীর দুই-তৃতীয়াংশ এবং তৎপরবর্তী মাসগুলির জন্য মাসিক মজুরীর অর্ধেক হারে প্রদান করা হইবে।

² "২,০০,০০০" সংখ্যাগুলি "১,০০,০০০" সংখ্যাগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

³ "২,৫০,০০০" সংখ্যাগুলি "১,২৫,০০০" সংখ্যাগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

দীর্ঘকাল স্থায়ী পেশাগত
ব্যাপির ক্ষেত্রে অক্ষমতার জন্য
ক্ষতিপূরণ মাসিক মজুরীর
আর্ধেক হারে অক্ষমতার
মেয়াদকালে প্রদান করা হইবে,
তবে এই মেয়াদ কোন ক্ষেত্রেই
দুই বৎসরের অধিক হইবে না।
